দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৫ ও ৩৬ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮, ২০১৯

সমসাময়িক সমকামী ভাবনা: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

মোঃ নজরুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

জৈবিক চাহিদা পূরণ মানুষের এক স্বাভাবিক আচরণ হয়ে থাকলেও জৈবিক চাহিদা পূরণের নামে অস্বাভাবিক মেলামেশা ও নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে অবাধ যৌনাচারে অভ্যস্থ হওয়া কোনো কোনো মানুষের অসুস্থ রীতিতে পরিণিত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা যাকে আমরা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণমূলক যৌনতা বলে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় সকল প্রাণীও প্রাকৃতিকভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। প্রকৃতি প্রদত্ত এই নিয়মকে লঙ্ঘন করে কিছু মানুষ যৌনাচারের ক্ষেত্রে পুরুষে-পুরুষে কিংবা নারীতে-নারীতে অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী যৌনাচার করে থাকে। যাকে বলা হয় সমকামিতা। এই অসুস্থ অবস্থা ভাইরাসের মত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। জৈবিক চাহিদা পূরণে যে তৃপ্তি পাওয়ার কথা তা এখান থেকে না পেলেও অসুস্থ মানসিকতা কিংবা না বুঝে এ ধরনের নিষিদ্ধ কাজে শামিল হয়ে আসছে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ যেখানে ৯০ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্ম পালন করে থাকে। ধর্মীয় রীতি-নীতি এখানের মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করছে। তা সত্ত্বেও এখানকার মানুষের মধ্যে বিকৃত যৌনাচারের ছোয়া ছড়িয়ে পড়ছে। এ সংখ্যা খুব কম হলেও তা নিয়ে সংগঠন তৈরি হওয়া কিংবা কোনো কোনো মিডিয়ায় তাদের অধিকার আদায়ে কথা বলাকে হুমকিস্বরূপ দেখা যাচ্ছে। এসব মিডিয়া গুটিকয়েক মানুষের অস্বাভাবিক যৌনাচার কিংবা অসুস্থ অবস্থাকে বিবেচনা না করে তাদের মানবাধিকারের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসছে। যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামে সমকামিতাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে আল-কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আলোকে সমকামিতার ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি মানবজাতির ইতিহাসে যেসব জাতি এহেন কুকর্মে লিপ্ত ছিল তাদের পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ভূমিকা

যৌনতা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির এক বিশেষ আকর্ষণ। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে রয়েছে যৌনতা। যৌনতাকে যতই আড়াল করে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, যৌনতা আসলে মানুষের প্রধান চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। যৌন প্রবৃত্তি হলো সৃষ্টিশীলতার, চিন্তন ও মননের এক অন্য-ভূবন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা যৌনতাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। এক-প্রজনন যৌনতা; দুই-অপ্রজনন যৌনতা।[১] প্রজনন যৌনতা বলতে যে যৌন মিলনের ফলে প্রজনন সৃষ্টি হয় এবং অপ্রজনন যৌনতা বলতে যে যৌন মিলন থেকে প্রজনন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তবে বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারের ফলে সমসাময়িক সময়ে জীববিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী আবিষ্কার করেছেন যারা যৌন মিলনে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গর্ভধারণ করে থাকে। যেমন– ব্লাক বেরী নামক এক ধরনের প্রাণী, সরিসৃপকুলের এক প্রজাতি কমোডো ড্রাগন এবং বিশেষ প্রজাতির এক ধরনের হাঙ্গর। বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রজনন যৌনতার অংশ হিসেবে সমকামিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সমাজের যৌন প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করে অপ্রজনন যৌনতাকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। আর তা হল–

- ✓ সমকামিতা;
- ✓ হস্তমৈথুন;
- ✓ অন্য প্রাণীর সাথে যৌন মিলন;
- ✓ অপ্রাপ্ত যৌন মিলন; ও
- ✓ একগামিতা।

সমকামিতার সংজ্ঞা

বাংলায় 'সমকামিতা' শব্দটি এসেছে বিশেষণ পদ 'সমকামী' থেকে। আবার সমকামী শব্দের উৎস নিহিত রয়েছে সংস্কৃত 'সমকামীন' শব্দটির মধ্যে। যে ব্যক্তি সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তাকে 'সমকামীন' বলা হত। সম এবং কাম শব্দের সাথে ইন প্রত্যয় যোগ করে 'সমকামীন' (সম+কাম+ইন) শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে। সমকামিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Homosexuality তৈরি হয়েছে গ্রিক "Homo" এবং ল্যাটিন "Sexus" শব্দের সমন্বয়ে। গ্রিক ভাষায় "Homo" বলতে বোঝায় 'সমধর্মী' বা 'একই ধরনের'।[২] আর "Sexus" শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌনতা।

কাজেই একই ধরনের অর্থাৎ, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার (যৌন) প্রবৃত্তিকে বলে Homosexuality।[৩] *Oxford Advanced Learner's Dictionary*-তে বলা হয়েছে, "a person, usually a man, who is sexually attracted to a people of the same sex."[৪] Karl Maria Kertbeny সমকামিতাকে লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য "Monosexual; Homosexual; Heterosexual; Heterogenit" এ শব্দগুলো ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ১৮৬৯ সালে সমকামীদের জন্য 'Homosexual' ব্যবহার করেন।[৫] এ থেকে যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন তাদের বলা হয় Homosexual। পরবর্তীতে জীববিজ্ঞানী কার্ল মারিয়া কার্টবেনী, গুস্তভ জেগার এবং রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফ্ট ইবিং (Karl Maria Kertbeny, Gustav Jeager & Richard Freiherr Von Kraft-Ebing) ১৮৮০ দশকে তাদের 'সাইকো-পেথিয়া সেক্সুয়ালিস' গ্রন্থে হেটরো সেক্সুয়াল ও হোমোসেক্সুয়াল শব্দ দু'টো দ্বারা যৌন পরিচয়কে দু'ভাগে বিভক্ত করেন যা পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী যৌন পরিচয়ের শ্রেণী বিভাজন হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়।[৬]

রিচার্ড ফ্রেইনার মানবজীবনে যৌনতার বিভিন্নরূপকে লিপিবদ্ধ করে ১৮৮৬ সালে "সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' (Psychopathia Sexualis) নামে ল্যাটিন ভাষায় একটি যুগান্তকারী বই লিখেছিলেন। বইটিতে সমকামী প্রবণতাকে এক ধরনের "মানসিক রোগ" বলে আখ্যায়িত করেন।[৭] প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "সমমৈথুন নিস্ফল ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। এর পরিণাম দুঃখ ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত এবং শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যু ছাড়া কিছু নয়।"[৮]

সমকামিতা বলতে সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি যৌন আচরণকে বোঝায়। ১৯৭৩ সালের পূর্বে সাধারণভাবের সমকামিতাকে একটি মানসিক অসুস্থতা হিসেবে দেখা হতো। ১৯৭৩ সালে 'আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এসোসিয়েশন' (APA)। সমকামিতাকে মানসিক অসুস্থতা থেকে অব্যাহতি দেয়।[৯] বেশিরভাগ সাইক্রিয়াটিস্টকদের মতে সমকামিতা মানসিক ব্যাধি নয়। তাদের মতে এটি একটি বিকল্প জীবন ধারা। কেউ কেউ সমকামিতাকে দু'ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্বের দৃঢ় সংকল্প নামে অভিহিত করেছেন।[১০]

সমকামিতা পুরুষের মধ্যে বা মহিলাদের মধ্যে যৌন আচরণ এবং ইচ্ছাকে বোঝায়। গে এবং সমকামী এই ধরনের শব্দ পুরুষ মানুষের প্রতি অপর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অভ্যাস এবং ইচ্ছার সঙ্গে আত্ম শনাক্তকরণকে বোঝায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে লেসবিয়ান এবং 'কুইর' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১১]

সমকামিতা নিয়ে সমসাময়িক ভাবনা

সমকামিতা বর্তমান সময়ে এক আলোচিত বিষয়। সমকামিতাকে "প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক যৌনতা" হিসেবে গণ্য করা হয়। সমকামিতা কুৎসিত, কুরুচিপূর্ণ, মানসিক বিকারগ্রস্ত ও খচ্চর স্বভাবের যৌন মিলন। সমকামিতার সংখ্যা পৃথিবীতে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে এর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকার Loyola Marymount University and Loyola Law School -এর এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকায় ৩.৮ শতাংশ মানুষ স্বপরিচিত (Self identifies) সমকামী মানুষ রয়েছে।[১২] সমকামিতা নামক এই বিকৃত যৌনাচার যা সভ্য মানুষ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। সে বিষয়ে বর্তমানে তাদের অধিকার নিয়ে জোর আন্দোলন হচ্ছে। তাদের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ রকম কয়েকটি সংগঠন। যারা বিভিন্ন লেখালেখি, পোস্টার, সামাজিক যোগাযোগ ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশ করছে। পৃথিবীর সকল সুস্থ মানুষ যেখানে এই বিকৃত যৌনাচারকে নিন্দা ও ধিক্কার দিচ্ছে সেখানে প্রতিনিয়তই সমকামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে কিছু মানুষ বুঝে বা না বুঝে সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে। কেউ কেউ কৌতূহল বশে এ ধরনের বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হচ্ছে। সমকামিতার মত বিকৃত যৌনাচার সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণা না থাকায় এ ধরনের প্রবণতা আরও বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে এখনই মানুষকে ফিরাতে না পারলে মানুষের মাঝে আরও সংকট বৃদ্ধি পাবে।

সমকামিতার কারণসমূহ

সমকামিতা নিঃসন্দেহে যেমন আচরণগত, তেমনি জন্মগত বা প্রবৃত্তিগতও হতে পারে। যৌনতা বিষয়ক নানান প্রত্যয় বিদ্যমান তার মধ্যে রয়েছে যৌন প্রবৃত্তি, যৌন আচরণ, যৌন আকর্ষণ, যৌনতা সম্বন্ধে ফ্যান্টাসি ও আবেগ ইত্যাদি। এছাড়াও মনঃস্তাত্ত্বিক, আচরণগত, সমাজ-সাংস্কৃতিক এবং যৌন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জেনেটিক, কগনিটিভ, হরমোনাল, শরীরবৃত্তিয়, মস্তিষ্ককেন্দ্রিক এবং বিবর্তনীয় নানা রকমের গবেষণা যৌনপ্রবৃত্তির নানা আকর্ষণীয় দিক পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ গর্ভধারণ এড়িয়ে চলার জন্যও সমকামিতায় লিপ্ত হয়ে থাকে।[১৩]

ক) জৈবিক কারণসমূহ

আধুনিক বিজ্ঞান সমকামিতার কারণসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করে চলেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন জিনগত, হরমোনগত, মনস্তাত্ত্বিক এবং পরিবেশগত কারণসমূহের জটিল

আন্তঃক্রিয়ার ফল হচ্ছে সমকামিতা।[১৪] জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জৈবিক কারণসমূহের মধ্যে জিনগত ও হরমোনগত কারণ অন্যমত। মাতৃগর্ভের ভ্রূণের পরিণতির সময় যেসব পরিবর্তনের ফলে মস্তিষ্কের গঠণগত ও কার্যগত পরিবর্তন ঘটে সেসব কারণে মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়।

জেনোটিক গবেষণায় জাইগোটিক (Zygotic) প্রজন্মের চেয়ে মনোজাইগোটিক (Mono Zygotic) প্রজন্মের মধ্যে সমকামিতার সমকেন্দ্রের একটি উচ্চতর ক্রিয়া পাওয়া গেছে যা জেনেটিক প্রবণতার দিকে ধাবিত করে। হ্যামার সমকামীদের DNA পরীক্ষা করে এ ফলাফলে উপনীত হন যে, জিনের উপর যৌন প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে।[১৫]

খ) মনস্তাত্ত্বিক কারণ

মনস্তাত্ত্বিক ডেভেলপমেন্ট হিসেবে ফ্রয়েড সমকামিতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি আরও বলেন সমকামিতা হচ্ছে কিশোর বয়সের কামভাব তৃপ্ত করার একটি প্রক্রিয়া।[১৬] কতিপয় দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যারা অন্যান্য যুবকের তুলনায় নিজেদেরকে দুর্বল মনে করে এসব যুবকেরা সহজেই অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারা মনে করে 'আমরা পুরুষতান্ত্রিক নই, তাই আমরা নারীরও নই'। সমকামী মনোভাব একটি মানসিক অসুস্থতার কারণ না হলেও সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে সমকামীদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যে সমস্যা ও আত্মঘাতি আচরণের ঝুঁকি রয়েছে। তাদের রয়েছে সমকামী অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত বিভ্রান্তিমূলক অনুভূতি, সমকামী আচরণের সাথে যুক্ত উত্তেজনা, পরিবার, সমাজ, বন্ধু কর্তৃক প্রত্যাখাত মনোভাব, সামাজিক সমর্থনের অভাববোধ, একাডেমিক এবং পেশা সম্পর্কিত সমস্যাবোধ, এইডস এবং ভয়, বিষণ্নতা প্রভৃতি মানসিক অসুস্থ আচরণ।[১৭]

গ) পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

পরিবেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব যৌন অভিমুখীতাকে প্রভাবিত করে। পরিবেশগত প্রভাব, সমকামিতার সাথে সম্পর্কিত ডকুমেন্টারী বা চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বই ও পত্রিকা পাঠ। মনুষ্যত্বের ভাঙ্গন ঘটিয়ে দ্বিধাহীনতাকে হ্রাস করে সমকামী আচরণকে প্রভাবিত করে।[১৮] নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন একচেটিয়া পরিবেশে (যেমন সেনাবাহিনীর ব্যারাক, কারাগার) সমকামী আচরণ ঘটতে পারে।

আব্রাহামীয় ধর্ম দ্বারা সংস্কৃতিসমূহে আইন ও গীর্জা আইন কর্তৃক সডোমিকে খোদায়ী বিধানের পরিপন্থী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব প্লেটো, সক্রেটিস,

লর্ড বায়রন, ২য় এডওয়ার্ড প্রমুখের দৃষ্টিতে সমকামিতাকে 'অপ্রাকৃতিক' বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাওরাত, বাইবেল, পবিত্র কুরআনে জঘন্য পাপাচার ও নিষিদ্ধ কাজ বলা হয়েছে।[১৯]

কিশোর-কিশোরীদের যৌন সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারাও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিচ্ছিন্নভাবে একচেটিয়া পুরুষ কিংবা মহিলা পরিবেশে (যেমন নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী[২০], পুলিশের ব্যারাক ও কারাগার) বসবাস করার ফলেও সমকামী আচরণ ঘটতে পারে।[২১]

ঘ) সামাজিক কারণ

বর্তমানে মানুষের মধ্যে এক অসুস্থ অবস্থা বিরাজ করছে। সুস্থ বিনোদন চর্চা কিংবা ইতিবাচক কোন বিষয়কে স্বাভাবিকভাবে না নিয়ে এর চেয়ে ব্যতিক্রমভাবে নিজেকে উপস্থাপন করাকে কেউ কেউ ফ্যাশন হিসেবে মনে করে। তারই ধারাবাহিকতায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছোয়ায় মানুষ সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে। মানবজাতি এক সময় ছিল বর্বর সেখান থেকে ধীরে ধীরে সভ্য হতে শিখেছে। সাংস্কৃতিক এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শৃঙ্খলিত জীবনের নতুন স্বাদ নিতেও কোন কোন মানুষ সমকামিতায় জড়িত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে সমকামিতার চিত্র

বাংলাদেশে সমকামিতার প্রকাশ্য কোন রূপ নেই। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করায় কিশোরদের ভিতরে এর সাময়িক বিস্তৃতি রয়েছে। কারাগার, ছাত্রাবাস কিংবা ব্যারাকে বয়স্কদের মধ্যে গোপনীয়ভাবে এর বিস্তৃতি রয়েছে। তবে পশ্চিমা সংস্কৃতি কিংবা বিকৃত রুচির দিকে ধাবিত হয়ে কিছু অসুস্থ চিন্তা-চেতনার মানুষ সমকামী হয়ে উঠছে। এ নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রচার ও প্রচারণা করে আসছে। বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মী তাদের পক্ষে কথা বলছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ২০০৪ সালের এক প্রাইভেট গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৬ থেকে ১২ মিলিয়ন সমকামীর অস্তিত্ব রয়েছে বলে দাবি করা হয়।[২২] ওয়ার্ড প্রেস নামক এক ওয়েবসাইটে অশোক দেব নামক একজন গবেষক "An Analysis of Homosexuality in Bangladesh" নামক প্রবন্ধে দাবি করেন, বাংলাদেশে ৫-১০ শতাংশ লোক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে সমকামিতায় জড়িত রয়েছে।[২৩] ২০১৪ সালে ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকার অন্য এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশে স্বঘোষিত ৭৫১ জন সমকামী রয়েছে।[২৪]

বাংলাদেশে রুপবান নামে ৫৭ পৃষ্ঠার একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে সমকামীদের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার

নিয়ে রেইবো (Gay Pride) নামে র‍্যালী বের হয় ২০১৪ সালে এপ্রিল মাসে। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে পুনরায় তাদের র‍্যালী বের হয়। ২০১৬ সালে র‍্যালী বের হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন মহলের চাপে তা আর বের করতে পারেনি। মুক্তমনা ও সচলায়তন নামে দুটি ব্লগ রয়েছে যেখানে সমকামীদের নিয়ে বিভিন্ন রকম রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এছাড়া Bangladesh Gay Association (BAG), Voice of Bangladesh (VoB) এবং Bondhu Welfare Society নামে কয়েকটি সংগঠন রয়েছে যারা সমকামীদের সমস্যা, চিন্তা-চেতনা এবং অধিকার নিয়ে কাজ করছে। এর বাইরেও ইন্টারনেটে LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, Bengayliz.com প্রভৃতি সাইট বাংলাদেশী সমকামীদের অধিকার, নিপীড়ন, ব্যাথা-বেদনা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে।

সমকামিতার পরিণতি

সমকামিতা এক ভয়াবহ ব্যাধি হিসেবে মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। কোন কোন মানুষ অসাবধানতাবশত এই হীন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলেও পরবর্তীতে নেশার মত এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না। সমকামিতা বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা এ বিষয়ে কয়েকটি পর্যালোচনা দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে সমকামীরা এইড্স-এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সমকামীরা অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভ্রান্তিতে ভুগে থাকে। সমকামীদের আচরণের সাথে উত্তেজনা সংযুক্ত থাকে। সমকামীরা পরিবার, বন্ধু, ও সামাজিকভাবে প্রত্যাখাত হয়ে থাকে। সমকামীরা বিষণ্নতায় ভোগে ও আত্মঘাতি চিন্তা-চেতনা ধারণ করে থাকে।[২৫] এছাড়া সমকামীদের একাডেমিক ও পেশা সম্পর্কিত সমস্যা প্রতীয়মান হয়ে থাকে।[২৬] এইডস সাধারণত HIV (Human Immunodeficiency Virus) ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হয়। এই রোগ ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি সমকামীদের সাথে যুক্ত হয়ে ওঠে। এই মারাত্মক রোগের বিস্তারের জন্য সমকামী যৌন আচরণ অনেকাংশে দায়ী। জাতিসংঘের মতে, গত দু'দশকে এইড্স-এ ১৯ কোটি মানুষ মারা গেছে। এইচ. আই. ভি (HIV) সংক্রমণের প্রায় ৬০% সমকামীদের মধ্যে ঘটে। আমেরিকার সমকামীদের মধ্যে এইডস-এর হার বেশি।[২৭] সমকামীরা মলদ্বারে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়। যৌন সঙ্গমের সময় যৌনি থেকে লুব্রিকেন্ট পদার্থ বের হয়। কিন্তু মলদ্বার থেকে এরকম লুব্রিকেন্ট বের হয় না। ফলে মলদ্বারে অতি সহজে ইনজুরি হয় যার থেকে HIV জীবাণু সহজেই রক্ত প্রবাহে (ব্লাড স্ট্রিমে) প্রবেশ করে।[২৮] সমকামিতার ফলে যৌন চাহিদা ক্ষয় হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে জৈবিক চাহিদা

অকার্যকর হয়ে পড়ে। এছাড়া সমকামীদের মধ্যে গর্ভধারণের ঝুঁকি নেই বলে তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অধিক যৌনানন্দ পেতে কনডম ব্যবহার করে না। এতে HIV জীবাণু সরাসরি ব্লাড ভেসেলে পৌঁছে যায়।

সমকামিতা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা সীমালঙ্ঘনমূলক অপরাধ এবং খোদায়ী আযাব-গযবের কারণ। পৃথিবীর বুকে হযরত লূৎ (আ.)-এর সম্প্রদায় সর্বপ্রথম জাতি হিসেবে সমকামিতায় লিপ্ত হয়। তারা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের নিকট গমন করত। তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে নারীরূপে প্রেরণ করলে তারা এদেরকে অপ্রয়োজন মনে করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করতেছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নাই। 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে[২৯] তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কৃত কর, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।' অতঃপর আমি তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্গত। আমি তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ কর।"[৩০]

আল্লাহ তা'আলা এ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে হেদায়াতের পথ দেখাতে এবং সমকামিতার ন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখতে হযরত লূৎ (আ.)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে এ অশ্লীল ও অপবিত্র কাজ থেকে বিরত হবার আহবান জানালে তারা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে জনপদ হতে বহিষ্কার করতে উদ্যত হয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এসেছে, "তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই? তারা বলল, তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানই।"[৩১] তাঁর সম্প্রদায় আরো বলল, "পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিঃস্কৃত কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।"[৩২]

হযরত লূৎ (আ.) মজলিশে তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং তাদেরকে সতর্ক করেছেন। তারা বলতে লাগলো আমাদের এ কাজের (সমকামিতার) দরুন তোমার

আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলে আমাদের উপর শাস্তি নিয়ে আসো যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো। এ প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে এসেছে,"স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করতেছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নাই। তোমরাই তো পুরুষে উপগত হইতেছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর-যদি তুমি সত্যবাদী হও।"[৩৩]

ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী মুহাম্মদ (সা.) কে লূত (আ.) এর সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যখন লূত (আ.) তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা পুরুষে উপগত হও অর্থাৎ অশ্লীল কাজ করো যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে আর কেউ করেনি। এর দ্বারা বোঝা যায় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সমকামিতা আবিষ্কার করে লূত সম্প্রদায়।[৩৪] জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হঠকারী এই কওমের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ লূত (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। হযরত লূত (আ.) যখন তাদেরকে এ বিকৃত যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে বললেন এবং আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন তখন তারা তাঁর কথায় কর্তপাত করলো না, তাকে নবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করলো এবং বিকৃত যৌনাচার চালিয়ে যেতে থাকলো।

হযরত লূৎ (আ.) এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। ইতিহাসে এমন কথাও শোনা যায় যে, যেখানে লূত (আঃ) প্রেরীত হয়েছিলেন, আর এর অধিবাসীরা অশ্লীল কাজ অর্থাৎ সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। এরা মানুষের উপর প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করত।[৩৫] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, দুর্বৃত্তেরা যখন হযরত লূৎ (আ.)-এর গৃহ দ্বারে সমবেত হলো তখন তিনি গৃহ দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। দুর্বৃত্তেরা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ ও কপাট ভাঙতে উদ্যোগী হলো। এমন সংকট মুহূর্তে ফেরেশতাগণ হযরত লূৎ (আ.)-কে অভয় দান করলেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) ওদের প্রতি পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এসে পড়লো। প্রথম রাত্রে ফেরেশতাদের ঈঙ্গিত অনুযায়ী হযরত লূৎ (আ.) তাঁর পরিজনসহ 'সগেম' (জর্ডানের Dead Sea-এর তীরবর্তী অঞ্চল) থেকে বের হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। শেষরাত্রে প্রথমবারের মত একটা ভয়ংকর চিৎকার সগেমবাসীদেরকে বিপর্যস্ত করে দিল। অতঃপর সমস্ত বসতিকে শূন্যে উঠিয়ে উল্টো করে ফেলে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে বর্ষিত হতে লাগলো পাথর বৃষ্টি। ফলে তারা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।[৩৬] আজো তা 'Dead Sea' 'মৃত সাগর' নামে সমকামিতার ভয়াবহ পরিণতির স্বাক্ষর বহন করে আসছে।[৩৭]

বলাবাহুল্য, সাদূমবাসীদের পূর্বে পৃথিবীতে কখনো এরূপ কুকর্ম কেউ করেছে বলে শোনা যায়নি। এমনকি অতি বড় মন্দ ও নোংরা লোকদের মধ্যেও কখনো এরূপ নিকৃষ্টতম চিন্তা উদ্রেক হয়নি। উমাইয়া খলীফা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক (৮৬-৯৭ হিজরী/৭০৫-৭১৬ খ্রিঃ) বলেন, কুরআনে লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না থাকলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ নোংরা কাজ করতে পারে'।[৩৮]

ইসলামি শরীয়তে সমকামিতার শাস্তি

ইসলামি শরীয়তে বিবাহিত এক জোড়া নারী-পুরুষ ছাড়া সমলিঙ্গের মাঝে বা ভিন্ন লিঙ্গের মাঝে যাবতীয় যৌন কাজ অশ্লীলতা ও ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সমলিঙ্গের বিয়ে অবৈধ ও বাতিল। এটি একটি বিকৃত যৌনাচার এবং প্রাকৃতিকভাবে সহজাত প্রজনন এর পরিপন্থী। ইসলাম যৌন বাসনাকে সংযত করে স্পষ্ট করে না। আবার ইতর প্রাণীর ন্যায় মনের আনন্দে বিচরণ করে যেখানে সেখানে যৌন বাসনা চরিতার্থ করবার অনুমতি প্রদান করে না। বরং সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ দ্বারা ইসলাম যৌন বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।[৩৯] বৈধ পদ্ধতিতে বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করাকে ইসলাম অনুমোদন করে। এর বাইরে সকল যৌনাচার ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

অনেকেই লোকচক্ষুর অন্তরালে সমকামিতার মত ঘৃণ্য যৌন কর্ম করে থাকে। প্রত্যেকেরই এই ভাবনায় রাখা প্রাসঙ্গিক যে পৃথিবীর কোন কিছুই মহান রাব্বুল আলামিনের দৃষ্টির বাইরে নয়। আল-কুরআনের আয়াতে এসেছে, "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও প্রত্যক্ষ করবে।"[৪০] আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী [আল্লাহভীরু]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[৪১] আর যারা সমকামিতার মত এহেন জঘন্য কর্মকাণ্ড করে থাকে তাদেরকে অভিশম্পাত দিয়ে বলা হয়েছে, "তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।"[৪২] এ বিষয়ে আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "বিশ্ব জগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সাথে উপগত হও, এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"[৪৩]

ইসলামি শরী'আতে এই কুকর্মের একমাত্র শাস্তি হ'লো উভয়ের মৃত্যুদণ্ড (যদি উভয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একাজ করে)।[৪৪] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে

লূতের কওমের মত কুকর্ম করে।[৪৫] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষ বা নারীর মলদ্বারে মৈথুন করেন'।[৪৬] সমকামিতার মত ঘৃণ্য কাজকে নিরুৎসাহিত করে বলা হয়েছে, আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে (ক্ষতিকর হিসাবে) ভয় পাই লূত জাতির কুকর্মের'।[৪৭] নবী করীম (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ রহম করুন লূতের উপরে, তিনি সুদৃঢ় আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন।' (অর্থাৎ আল্লাহ্র আশ্রয়)।[৪৮] অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে অতি প্রত্যুষে গজব কার্যকর হয়। লূত ও তাঁর সাথীগণ যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছেন, তখন জিবরীল (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছুবহে সাদিক এর সময় একটি প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলিকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল বেগে ঘুর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন, অবশেষে যখন আমাদের হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদের উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপরে ক্রমাগত ধারায় মেটেল প্রস্তর বর্ষণ করলাম।' যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংসস্থলটি (বর্তমান আরবীয়) যালেমদের থেকে বেশি দূরে নয়'।[৪৯] হযরত লূত (আঃ)-এর নাফরমান কওমের শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ '(জনপদ উল্টানো ও প্রস্তর বর্ষণে নিশ্চিহ্ন ঐ ধ্বংসস্থলটি) বর্তমানে কালের যালেমদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়'[৫০]। মক্কার কাফেরদের জন্য উক্ত ঘটনাস্থল ও ঘটনার সময়কাল খুব বেশি দূরের ছিল না। মক্কা থেকে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া যাতায়াতের পথে সর্বদা সেগুলো তাদের চোখে পড়ত। কিন্তু তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো না। বরং শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে অবিশ্বাস করত ও তাঁকে অমানসিক কষ্ট দিত। আনাস (রা.) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন 'যখন আমার উম্মত পাঁচটি বিষয়কে হালাল করে নেবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে। (১) যখন পরস্পরে অভিসম্পাত ব্যাপক হবে (২) যখন তারা মদ্যপান করবে (৩) রেশমের কাপড় পরিধান করবে (৪) গায়িকা নর্তকী গ্রহণ করবে (৫) পুরুষ-পুরুষে ও নারী-নারীতে সমকামিতা করবে'।[৫১]

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ তাঁর পিতা আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ এক পুরুষ আরেক পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না। এক কাপড়ে কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না এবং কোন মহিলাও অন্য মহিলার সাথে এক কাপড়ে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না।[৫২]

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশংকা যে ব্যাপারটি করি সেটি হল লূত সম্প্রদায়ের কর্ম।"[৫৩] আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি কওমে লূতের মত কাজ

করে তার সম্পর্কে নবী (সা.) বলেছেনঃ তোমরা রজম কর উপরের এবং নিচের ব্যক্তিকে; তাদের উভয়কেই রজম কর।[৫৪] জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমি আমার উম্মতের উপর যে সম্পর্কে বেশি ভয় করি তা হল কওমে লূতের কাজ।[৫৫]

যৌন উত্তেজনা পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য বিপরীত লিঙ্গের সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান বা দেহাংশ রয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যে কেবল তাই গ্রহণ করা কর্তব্য যা প্রকৃতিগতভাবে স্বাভাবিক ও ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য। কামবাসনা পূরণ করার জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত। এ নিয়ামত গ্রহণ না করে, যারা এর বিপরীত সমমৈথুনে মনোযোগ দেয় তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন করে, তারা মানবতার কুলাঙ্গার।[৫৬] কুরআন কারীমে এজন্যে কঠোর দণ্ডের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– 'তোমাদের মধ্যে যে দু'জন পুরুষ (বা স্ত্রী) এ অন্যায় কাজ করবে, তাদের দু'জনকেই শাস্তি দাও। তারপরে যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তওবা কবুলকারী দয়াবান।'[৫৭] হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে পুরুষ পুরুষের সাথে নোংরা কাজে লিপ্ত হয়, তারা উভয়ে যিনাকারী সাব্যস্ত হবে। তেমনি যে নারী আরেক নারীর সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয় উভয়ে যিনাকারী সাব্যস্ত হবে।[৫৮]

সমকামিতাকে জিনগত কিংবা জৈবিক দিক থেকে স্বাভাবিক একটি ব্যাপার হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার জন্য যতই যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা হোক না কেন, ইসলাম তাকে একটি চরম গর্হিত অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করে, যেভাবে ব্যাভিচারকে গণ্য করে। ইসলামি আইন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি তার সিদ্ধান্ত এবং কর্মের জন্য নীতিগতভাবে দায়ী।

সমকামিতা প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশ

সমকামিতা প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে দেওয়া হল:

১. মাতা-পিতার ভূমিকা

প্রতিটি শিশু তার মাতাপিতার হৃদয়ের ধন। সন্তানের ভাল-মন্দের ব্যাপারে তারা সর্বদা সচেতন। সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে মাতা-পিতা উভয়ের রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর মধ্যে রয়েছে সন্তানের প্রতিটি পদক্ষেপে সজাগ থাকা, যথাযথ পরিচর্যা করা এবং সুষ্ঠু প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তোলা।

বর্তমান কলুষিত পরিবেশে ছেলে-মেয়েরা অনেকাংশে বিভ্রান্তে লিপ্ত হচ্ছে। ভাল-মন্দের বিবেচনাবোধ তাদের কাছে লোপ পাচ্ছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুদের নৈতিক আদর্শের পরিবর্তন হতে থাকে। নৈতিক জ্ঞান ও বিবেক বর্জিত ছেলে-মেয়েরা বেপরোয়া, ভাবাবেগ সম্পন্ন ও অসামাজিক হয় এবং সামাজিক বিধি-নিষেধ ও রীতি-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এভাবে নৈতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে তারা সমকামী হয়ে উঠে। সে কারণে প্রত্যেক মাতাপিতার উচিত হবে ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় মতাদর্শ হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া। কেননা ধর্মীয় ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সন্তানকে ভাল-মন্দ বস্তুর পার্থক্য করতে শিক্ষা দেয় যা নৈতিক মূল্যবোধের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[৫৯] সাথে সাথে ছেলে-মেয়েদেরকে যৌন শিক্ষায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

২. শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকা

বর্তমান স্কুল-কলেজে যৌন শিক্ষা পাঠদান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সমকামিতার প্রারম্ভিক পর্যায়ে সাইকো-যৌন পরামর্শ, সমকামী আচরণ ও জীবনধারার প্রতিশ্রুতির পরামর্শ অত্যাবশ্যক। নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাইক্রিয়াটিস্টরা সমকামীদের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে সফলতা দেখিয়েছে যে, সমকামীরা তাদের যৌন অভিযোজন পরিবর্তন করতে দৃঢ় অঙ্গিকার দেখায়। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা দেছে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪% বলেছেন যে, শিক্ষক তাদেরকে সমকামিতা চালানোর জন্য প্রভাবিত করছে। স্কুলগুলো শিক্ষা দিচ্ছে যে, সমকামিতা স্বাভাবিক।[৬০] সমকামিতার পরিবেশগত প্রভাব কলঙ্ক এবং ভেতরের দ্বিধাহীনতাকে হ্রাস করে প্রকৃত সমকামী আচরণকে প্রভাবিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমকামিতার বিরুদ্ধে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি বা চলচিত্র দেখানো সমকামিতার ভয়াবহ গ্রাস থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

৩. ডাক্তারদের ভূমিকা

সমকামীরা সাধারণত একটি বৈষম্যমূলক আচরণে অভ্যস্থ। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে সমকামী আচরণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও আত্মঘাতি আচরণের ঝুঁকি রয়েছে।[৬১] যারা স্বীকার করে যে, তাদের সমকামী অনুভূতি রয়েছে এবং পরিবর্তন করতে চান সাধারণত এসব রোগীদের চরম অপরাধানুভূতি এবং উদ্বিগ্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সমকামীদের অনুভূতিগুলি অস্বস্তিকর অনুভূতিতে পরিবর্তন করাতে হবে এবং সেই সঙ্গে নৈতিক জীবন-যাপনে অভ্যস্থ করে গড়ে তুলতে হবে। অপরদিকে যারা সমকামী এবং অপরাধবোধের অনুভূতি

ছাড়াই জীবনযাপন করতে চায় সেক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যৌন অনুভূতিজনিত অভাববোধের চিকিৎসা করাতে হবে। যৌন চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং উভয়ই প্রয়োজন। ফলে তারা সমকামী মনোভাব নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করতে ক্রমাগত অপরাধবোধ মনে করবে এবং সমকামী অনুভূতিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে।

৪. ধর্মীয় অনুশাসনে সমকামিতা প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে জীবনযাপন করলে জীবন সুখময় হয়। বর্তমানে মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন থেকে সরে এসে মানবতাবিবর্জিত অপরাধ যিনা-ব্যাভিচার এমনকি সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে এবং সংক্রামক ব্যাধির মত তা ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশ সংস্কৃতির নামে নীল ছবির প্রসার দ্বারা চরিত্রহীন লম্পট যুবসমাজ তৈরি হচ্ছে।

প্রত্যেক ধর্মেই যিনা-ব্যভিচার ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ। সাথে সাথে সমকামিতার ন্যায় অপ্রাকৃতিক কাজ ও সমভাবে নিষিদ্ধ। মানুষ পৃথিবীতে কীভাবে চলবে তার একটি নীতিগত ধারণা রয়েছে। আর তা হলো কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামি মূলনীতি। এর উপর ভিত্তি করে যে বিবেকবোধ জন্ম নেয় তা স্বভাবত ভাল ও কল্যাণকর দিককে গ্রহণ করে এবং যাবতীয় মন্দ দিককে পরিত্যাগ করে। এরশাদ হচ্ছে,"শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাদেরকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাদেরকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"[৬২]

৫. মিডিয়ার নেতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ

মিডিয়ায় অবাধ ও উন্মুক্ত যৌনাচার প্রচার করা হয়ে থাকে। এসব অবাধ যৌনাচারের বিষয়গুলো বন্ধে সরকারি আইন ও বেসরকারি চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

৬. আইনের যথার্থ প্রয়োগ

পৃথিবীর অনেক দেশেই সমকামিতাকে নিষিদ্ধ করে আইন রয়েছে। ব্যতিক্রম রয়েছে কেবল দুই-একটি রাষ্ট্র কিংবা অঙ্গরাজ্য। এসব ব্যতিক্রম বাদ দিলে সমগ্র পৃথিবীতে সমকামিতা নিষিদ্ধ। এই আইনকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৭. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব

পৃথিবীর মানুষ ছিল একসময় বর্বর। সেখান থেকে সভ্য জাতিতে পরিণত হতে অনেক সময় অতিক্রম করতে হয়েছে মানুষকে। নৈতিকতা ও নীতিবোধ তৈরি হতেও সময় লেগেছে। সমকামিতার মত জঘন্য বিষয়টি নৈতিকতার বাইরে। তাই

নৈতিকভাবে বিষয়টি ঘৃণা করলে আর কেউ এহেন জঘন্য কাজ করতে সাহস পাবে না। নৈতিকভাবে একে ঘৃণ্য বিবেচনার জন্যে শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে এর ক্ষতিকর দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক।

৮. মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা

মাদক মানুষকে অস্থির করে তোলে। মাদকের নেশায় মানুষ নিজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। মাদকের স্পর্শে মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। তাই মাদকাসক্ত মানুষ যে কোন অসুস্থ চিন্তা ও বিকৃতির কাজ ঘটাতে দ্বিধা করে না। মাদকাসক্ত মানুষ সমকামিতার মত প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক যৌনতার সাথে লিপ্ত হতে পারে বিধায় মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বাংলাদেশের আইনে সমকামিতার শাস্তি

সমকামিতাকে বাংলাদেশের আইনে একটি অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পেনাল কোডের ৩৭৭ নম্বর আইনে বলা হয়েছে, "মুখকাম, পায়ূমৈথুন ও সমকামিতা একটি ফৌজধারী অপরাধ। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমলিঙ্গের কোন ব্যক্তি অথবা জন্তুর সাথে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌনক্রিয়ায় মিলিত হবেন, তিনি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন ও সর্বনিম্ন ১০ বছর পর্যন্ত দণ্ডিত হবেন এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। উক্ত আইনে স্পষ্টত সমকামিতাকে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।"[৬৩]

উপসংহার

পশ্চিমাদের জীবনে যৌনতার যে মহামারি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার বিষবাষ্প গোটা পৃথিবীকেই আক্রান্ত করছে। সমকামীদের যৌন বিপ্লবের মূল স্লোগান 'প্রাপ্তবয়স্কের সম্মতি' নীতির ভিত্তিতে দাবি তুলল যে, সমকামিতাও হতে পারে যে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা। প্রকাশ্যে তারা চ্যালেঞ্জ করল সমাজের মূল্যবোধকে। সমকামীদের আচরণ সম্পর্কে ইসলামি শরীয়তের নির্দেশনা এবং এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক ধর্মই যেহেতু ব্যভিচার ও সমকামিতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে সেহেতু ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সমকামিতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। যে কোন ধার্মিক জাতি তাদের স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করলে তারা সমকামী হবে না। সকল ধর্মেই যে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তা জনসম্মুখে প্রয়োগের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সমাজকে ব্যভিচার ও সমকামিতা মুক্ত করা সম্ভব। মহান রাব্বুল আলামিন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক সমস্যার ভিতরে ফেলেন এবং তাদের সকল কিছুই তাঁর দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। এ বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে,

পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[৬৪] ধর্ম, সংস্কৃতি কিংবা সামাজিক বিবেচনায় সমকামিতা নিঃসন্দেহে একটি অপরাধ। এই অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করতে সর্বদা সচেষ্ট ও সতর্ক থাকতে হবে। মানুষ মাত্রেই যৌনতা যেমন স্বাভাবিক তেমনি প্রকৃতি প্রদত্তভাবে নারী-পুরুষের মিলনের মাধ্যমে সেই যৌন ক্ষুধা মিটানোও স্বাভাবিক। জৈবিক চাহিদা পূরণের নামে প্রকৃতি প্রদত্ত নিয়মের ব্যতিক্রম কোন পদ্ধতি ইসলামে গ্রহণ করে না।

তথ্যনির্দেশ

১. সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকরা সমাজে বিদ্যমান যৌনবাসনা ও কামোদীপ্ত অবস্থাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। আর তা হলো–

Homosexual, Demisexual, Heterosexual, Bisexual, Biromantic, Pansexual, Demiromantic, Lesbian, Asexual, Queer, Auto-sexual, Aromantic, Gyneromantic, Gynecophilia, Omnisexual, Skoliksexual & Spectrasexual.

২. Zillur Rahman Siddiqui (Ed.), *English to Benguli Dictionary*, Dhaka: Bangla Academy, 33rd Reprint, January 2010, p. 363

৩. Homosexuality encompasses a variety of phenomena related to a same-sex sexual orientation. Although definitions of the term often focus mainly on sexual acts and attractions between persons of the same biological sex, homosexuality also refers to patterns of same-sex romantic and emotional bonding, identities and communities based on same-sex desires and relationships, and the shared culture created by those communities.

-Gregory M. Herek, Ph.D., *HOMOSEXUALITY,* Department of Psychology, University of California, Davis (More appear at A.E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of Psychology. Washington, DC: American Psychological Association & Oxford University Press.)

৪. Sally Wehmeier (Ed.), *Oxford Learner's Dictionary*, UK: Oxford University Press, 2005, p. 652

৫. Makamure Clemence, "Attitude towards Homosexual Practices among the Karanga People: A Religious Perspective" *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Volume-20, Issue-6, Ver. 1, June 2015, p. 53

৬. Brian King, *Psychopathia Sexualis: eine Klinisch-Forensische Studie* (Sexual Psychopathy: A Clinical-Forensic Study), 1886 (reprinted by Bloat Books, 1999.)

৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Psychopathia_Sexualis_(book) (Cite Visited at 11 August 2018) Richard von Krafft-Ebing, (Translated by Emile Laurent & Sigismond Csapo), *Psychopathia Sexualis*; avec recherches spéciales sur l'inversion sexuelle, French Language, Published March 2008

৮. Professor Dr. Sigmund Freud, *Psychopathology of Everyday Life*, New York: T Fisher Unwin Limited, 1901, p. 247

৯. Susan D Cochran et al, "Proposed declassification of disease categories related to sexual orientation in the International Statistical classificationof Diseases and Related Health Problems (ICD-11)" Bulletin of World Health Organization, 2014, p. 674

১০. ড. মীর মোঃ আনোয়ার হোসেন, "ব্যাভিচার ও এইডস: ধর্মীয় অনুশাসনে প্রতিরোধ ব্যবস্থা", সামীম মোহাম্মদ আফজাল সম্পা., *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকা : ৪৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৯), পৃ, ১০১-১০২

১১. Robert Mills, "History at Large: Queer is Here? Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Histories and Public Culture" *History Workshop Journal*, Issue 62, Published by Oxford University Press, 2006, p. 253

১২. *Gary J. Gates,* "LGBT IDENTITY: A DEMOGRAPHER'S PERSPECTIVE", Loyola of Los Angeles Law Review, Loyola Marymount University, USA: 2012, p. 693

১৩. Jon Anderson (ed.), Maeve Moynihan & M. Comm. H, *Facts about Homosexuality*, Amsterdam: Networklearning, 2010, p. 3

১৪. Lynn D. Wardle, "The Biological Causes and Consequences of Homosexual Behavioral and Their Relevance for Family Law Policies" De Paul University Law Review, Volume 56, Issue 3, Spring 2007, p. 1001

১৫. S. Burton, *The Causes of Homosexuality: What Science Tells us*, USA: Jubilee Centre, 2006, p. 13

১৬. Makamure Clemence, "Attitude towards Homosexual Practices among the Karanga People: A Religious Perspective" *IOSR Journal of of Humanities and Social Science*, Volume-20, Issue-6, Ver. 1, June 2015, p. 54

১৭. J. Michael Bailey, "Homosexuality and Mental Ilness", *Archives of General Psychiatry*, Volume 56, October 1999, p. 883

১৮. Emmanuele A. Jannini et al, "Male Homosexuality: Nature or Culture" *Journal for Sexual Medicine*, Volume 7, 2010, p. 3247

১৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_religion (Cite Visited at 11August 2018)

২০. G. Dean Sinclair PhD, "Homosexuality and the Military: A Review of the Literature" *Journal of Homosexuality*, Volume- 56, Taylor & Francis Group, LLC, p. 701

২১. R, C. Kirkpatrick, "The Evolution of Human Homosexual Behavior", *Current Anthropology*, Volume 41, Number 3, June 2000, p. 390

২২. বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার নিয়ে যারা লেখালেখি করেন সে রকম একটি বইয়ে এ বিষয়ে দাবি করা হয়েছে। বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় বিস্তারিত তথ্যসূত্র উপস্থাপন করা হয়নি। এছাড়া ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি তথ্যসূত্র উপস্থাপন করা হল। পিঙ্কু নামে একজন লেখক "Dhaka Diary: Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh" নামক প্রবন্ধে দাবি করেছেন বাংলাদেশে ১০ মিলিয়নের মত লোক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে সমকামিতার সাথে জড়িত। https://mukto-mona.com/Articles/pinku/gay_bd.htm (Site visited at 13.9.2015)

২৩. https://lgbtbangladesh.wordpress.com/2009/03/28/an-analysis-of-homosexuality-in bangladesh/ (Site visited at 13.9.2015)

২৪. Denis LeBlanc, "Bangladesh survey finds homosexuals live in fear", The Dhaka Tribune, December 31, 2014 http://76crimes.com/2014/12/31/bangladesh-survey-finds-homosexuals-live-in-fear/ (Site visited at 13.9.2015)

২৫. Sean Cahill et al., *Gay Men and HIV: An urgent Priority*, Gay Men's Health Crisis (GMHC): USA, 2010, p. 12

২৬. Nelson F. Sa´ nchez, MD et al., "LGBT Trainee and Health Professional Perspectives on Academic Careers—Facilitators and Challenges", *LGBT Health*, Volume 2, Number 4, 2015, p. 347

২৭. Jeffrey P. Koplan, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), U.S. Department of Health & Human Services, June 1, 2001 / Vol. 50 / No. 21, p. 430

২৮. Mark Gilbert et al., (Prepare by), Health Literacy, Sexial and Gay Men: Current perspectives, Report from a meeting of researchers,

policy-makers, service providers and community members funded by the Canadian Institutes of Health Research, Oct 30 - Nov 1, 2014, Vancouver, British Columbia, Canada

২৯. লূত (আ.) ও তাঁর অনুসারিদেরকে

৩০. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ আল-কুরআন, ৭ : ৮০-৮৪

৩১. قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ حَقّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ আল-কুরআন, ১১ : ৭৮-৭৯

৩২. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ আল-কুরআন, ২৭ : ৫৬

৩৩. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আল-কুরআন, ২৯ : ২৮-২৯

৩৪. يقول تعالى – ذكره لنبيه محمد صـ واذكر لوطًا اذقال لقومه أأنكم لتأتونا الذكران ماسبقكم بما يعنى الفاحشة التى كانوا ياتونها وهى اتيان الزكرا ن من أحدمنا لعالمين- আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আততাবারী, *জামিউ'ল বয়ান*, মিসর, কায়রো, দারুস সালাম, খণ্ড ১৮, পৃ. ৬৪৬৭

৩৫. وهى قرية سدوم التى كان لوط بعث إلى اهلها وكان الخبائث التى يعملونها اتيان الذكران فى أدبارهم وخذ فهم الناس- قال ابومنصور: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له: سدوم-

আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন্ জারীর আত তাবারী, (৩১০ হি.), *জামিউ'ল বয়ান*, *প্রাগুক্ত*, খণ্ড ৮, পৃ. ৫৭২০

৩৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনু: মুহিউদ্দিন খান (ঢাকা: ইফাবা, ৪র্থ খণ্ড, মে, ১৯৮২), পৃ. ৮১৪-৮১৫; আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী, কাসাসুল কুরআন, অনু: মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী (ঢাকা: ইফাবা, ১ম খণ্ড, মে ১৯৯০), পৃ. ৩১৫

৩৭. Harun Yeahyeah, *Perished Nation*, (খোন্দকার হাবীবুর রহমান অনূদিত), *'আল্লাহর গজবে ধ্বংস হলো যারা'* (ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পরিচ্ছেদ-৩, পৃ: ৫৩-৫৪

অন্য এক বর্ণনায় জানা যায়, কওমে লূত-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'বাহরে মাইয়্যেত বা 'বাহরে লূত' অর্থাৎ 'মৃত সাগর' বা লূত সাগর নামে খ্যাত-যা ফিলিস্তিন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। যেটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশ নিচু। এর পানিতে তৈলজাতীয় পদার্থ বেশি। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বা 'মরু সাগর' বলা হয়েছে। সাদূম উপসাগর বেষ্টক এলাকায় এক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষ ও উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলো মাটির স্তরে স্তরে সমাধিষ্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল-তাজা উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধূলি-বালি ও ছাই। এখানকার মাটিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। Natron ও পেট্রোল তো আছেই। এই গন্ধক উল্কা পতনের অকাট্য প্রমাণ। (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব*, ঢাকা, ইফাবা, জুন ২০০৩, পৃ: ২৫৮)

৩৮. قال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى بانى جامع دمشق: لولا ان الله عزوجل قص علينا خبرقوم لوط ماطنت ان ذكرا يعلو ذكرًا ولهذا قال لهم لوط عليه السلام- اتأتون الفاحشة ما سبقكم بهامن احد من العالمين-

ইব্ন কাসীর (৭৭৪ হি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, রিয়াদ: দারুসসালাম, ১৪২৪হি, খ. ২, পৃ. ১১৩৪

৩৯. আবদুল খালেক, *নারী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১২৬

৪০. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، আল কুরআন, ৯৯ : ৭-৮

৪১. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩ (আংশিক)

৪২. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ আল-কুরআন, ২৭ : ৫৫

৪৩. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ আল-কুরআন, ২৬ : ১৬৫-১৬৬

৪৪. عن ابى عباس قال قال رسول الله صـ اقتلوا الفاعل والمفعول به فى عمل قوم لوط

তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন ঈসা (২৭৯ হি.), *আস-সুনান*, লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, হাদীস নং ১৪৫৬, ইব্ন মাজাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ, সনদ হাসান, হা/৩৫৭৫ 'দন্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়

৪৫. ملعونٌ منْ عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط

আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*, মিসর, কায়রো, মুয়াছ্ছাছাতু কুরতুবা, খ. ১, পৃ: ৩১৭

৪৬. لاينظرُ الله إلى رجلٍ أتى رجُلًا أو امرأةً فى دبرها

আবূ ইয়ালা, আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুছান্না, *আল-মুসনাদ*, দারুল মামূন লিতুরাছ, দামেশক, ১৪০৪/১৯৮৪, খ. ৪, পৃ. ২৬৬, সনদ হাসান

৪৭. إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَفُ عَلَى أُمَّتِى عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ

ইব্ন মাজাহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), *আস-সুনান*, লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, হাদীস নং-৩৫৭৭, মিশকাত হা/৩৫৭৭

৪৮. বুখারী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (২৫৬ হি.), *আস-সহীহ*, লেবানন, বৈরুত, দারুর রাইয়্যান লিতুরাছ, ১৪০৭ হি. হাদীস নং-৩২০৭

৪৯. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة

عند ربك وماهى من الظالمينببعيد আল-কুরআন, ১১: ৮২-৮৩

৫০. "যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এটা জালিমদের হতে দূরে নয়।"

আল-কুরআন, ১১ : ৮৩

৫১. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি.) *শু'আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৫০৫৫। ত্বাবারানী, সনদ হাসান; আলবানী, *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, হা/২৩৮৬। إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالر جال والنساء بالنساء، رواه البيهقي-

৫২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন (অনূ.), *তিরমিযী শরীফ* (৫ম খন্ড), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ জুন-১৯৯৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ১৬২ (হাদীসটি হাসান ও গরীব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত)

৫৩. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله ﷺ إن أخوف

ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر

সম্পাদনা পরিষদ (সম্পা.), মাওলানা ফরীদ উদ্দীন (অনূ.), *তিরমিযী শরীফ* (৪র্থ খন্ড), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল জুন-১৯৯২, পৃ. ১৪৫

৫৪. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني أخبرني عبد الله بن نافع أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (মূল), মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক ও অন্যান্য (অনূ.), *সুনানু ইবনে মাজাহ* (২য় খণ্ড), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-২০০১, হাদীস নং-২৫৬২

৫৫. حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (মূল), মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক ও অন্যান্য (অনূ.), *সুনানু ইবনে মাজাহ* (২য় খণ্ড), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-২০০১, হাদীস নং-২৫৬৩

৫৬. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *'পরিবার ও পারিবারিক জীবন'* ঢাকা, ইফাবা, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ৫২

৫৭. وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا আল-কুরআন, ৪ : ১৬

৫৮. عن ابى موسى قال قال رسول الله صـ إنا اتى ارجل الرجل فهما زانيان وإذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان

আল বায়হাকী, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন হুসাইন, *আসসুনানুল কুবরা*, মাজলিসু দায়িরাতিল মা'আরিফ আন নিজামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত, ১৩৪৪ হি. খ. ৮, পৃ. ২৩৩ শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাকী, খণ্ড ৭, পৃ. ৩২৪

৫৯. ড. মোহাঃ খাজা সাইফুদ্দীন, *চাইল্ড গাইড* (শিশু প্রতিপালনে কৌশলগত দিকসমূহ), (ঢাকা: ১ম প্রকাশ, জানু: ২০১০), পৃ. ২৮-২৯

৬০. M. Basheer Ahmed, M. D. & Fort Worth, "Homosexuality: An Islamic Perspective", *Journal of Medical Associaiton (JIMA)*, Volume-38, 2006, p. 31

৬১. Joseph KulkosKz & Giuseppe Nunnari, "HIV & AIDS: Myths, Facts, and the Future" *Common Health (Building Capacity to Fight HIV/AIDS in Erasia),* Spring-2005, p. 11

৬২. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
আল- কুরআন, ৯১ : ৭-১০

৬৩. Section 377, Bangladesh Penal Code. Unnatural Offences-Whoever voluntarily has carnal intercourse against the orer of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ter years, and shall also be liable to fine

৬৪. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩